কুষ্টিয়ায় দিনব্যাপী থেমে থেমে সংঘর্ষ: পুলিশের গুলিতে নিহত-৭

কুষ্টিয়ায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে সাতজন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত দুই শতাধিক। তারা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল ও আদ্বদীন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

গতকাল সোমবার (৫ আগস্ট) বিকেলের দিকে থানাপাড়ায় ও মজমপুর এলাকায় এসব ঘটনা ঘটে। আহতরা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নিহতরা হলেন- কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হরিপুর এলাকার নওশের আলীর ছেলে বাবু ইসলাম (৩৫), একই এলাকার কফিলউদ্দিনের ছেলে আশরাফুল ইসলাম(৪২), কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়া এলাকার লোকমানের ছেলে আবদুল্লাহ (১৪), ইউসুফ আলী (৫০), দহকুলা এলাকার ওসামা (২৬), বাকি দুজন অজ্ঞাত।

গতকাল সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়া মডেল থানা ও পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে হামলাকে কেন্দ্র করে পুলিশ গুলি চালালে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরের দিকে শহরের মজমপুর রেলগেট এলাকায় পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। এ সময় পুলিশ কয়েক দফা কাঁদানে গ্যাসের শেল ও ফাঁকা গুলি ছুড়ে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে। বেলা দেড়টার পর আন্দোলনকারীদের অপর একটি অংশ কুষ্টিয়া মডেল থানায় হামলা চালায়।

এসময় পুলিশ প্রথমে কাঁদানে গ্যাসের শেল ও ফাঁকা গুলি ছুড়ে আন্দোলনকারীদের হটাতে ব্যর্থ হয়। পরে আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে গুলি করা শুরু করে। পুলিশের মুহুর্মুহু গুলি, কাঁদানে গ্যাসের শেলের শব্দে থানার আশপাশের এলাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতেও আন্দোলনকারীরা পিছু হটেননি।

খবর পেয়ে সেনাসদস্যরা এসে মডেল থানার সব পুলিশ সদস্যকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। এর পরপরই আন্দোলনকারীরা থানার ভবনে আগুন লাগিয়ে দেন। এতে থানার ভেতরের সব আসবাব, জরুরি রেকর্ডসহ

অন্যান্য দ্রব্য পুড়ে যায়। এ ছাড়া ভবনের সামনে থাকা ৮-১০টি মোটরসাইকেল ও একটি প্রাইভেট কার পুড়িয়ে দেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিস গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এদিকে বেলা দুইটার পর আন্দোলনকারীদের আরেকটি অংশ কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনসে ঢুকে পড়ে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ও শটগানের গুলি চালায়। এতে অনেক মানুষ গুলিবিদ্ধ হন। তাঁদের কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা সাতজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিদের চিকিৎসায় রক্তের জন্য হাহাকার চলছে। হতাহত ব্যক্তিদের স্বজনদের আহাজারিতে হাসপাতালের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

কুষ্টিয়ার সমন্বয়ক তুষার আহমেদ তুহিন জানান, সোমবার বিকেলের দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষুব্ধরা থানাপাড়ার মোড় ও মজমপুর মোড়ে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় আন্দোলনকারীদের পুলিশ রাবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাস ও গুলি ছুড়তে থাকে। পুলিশের গুলিতে থানাপাড়ায় ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা গেছেন। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও চারজন মারা যান। এ ঘটনায় দুই শতাধিক আন্দোলনকারী আহত হয়েছেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ তদন্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

এদিকে সোমবার সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলনকারী ও পুলিশের ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পুলিশ আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। কুষ্টিয়া শহরের থানার মোড়, মজমপুর, সাদ্দাম বাজার, এনএস রোড়, ছয় রাস্তার মোড়, পাঁচ রাস্তার মোড়সহ বিভিন্ন এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। বিকেলের দিকে মজমপুর ও থানাপাড়ায় আন্দোলনকারীদের গুলি করে পুলিশ। এতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীসহ ৭ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন প্রায় দুই শতাধিক।

এর আগে আন্দোলনকারীরা কুষ্টিয়া ট্রাফিক অফিস, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আজগর আলীর বাড়ী, পৌরসভা ভাংচুর চালায় এবং সড়কের বিভিন্ন জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে পুলিশকে লক্ষ করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন।

পুলিশ ধাওয়া ও রাবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করলে

আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন অলিগলিতে আশ্রয় নেন। বিকেলের দিকে পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে পুলিশ লাইনসে চলে যায়। পুলিশ পিছু হটলে আন্দোলনকারীরা থানায় হামলা করে। থানা কার্যালয়, ওসির বাসভবন ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক রফিকুল ইসলাম বলেন, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে এলে তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও চারজন মারা গেছেন। মোট সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসাধীন বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

অন্যদিকে শেখ হাসিনার পদত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি তাইজাল আলী খান, সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান, যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মানব চাকী, কুষ্টিয়া–২ আসনের সংসদ সদস্য কামারুল আরেফিনসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতা–কর্মীদের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর চালানো হয়েছে।

আওয়ামী সমর্থকদের কয়েকটি দোকানে লুটপাট হয়েছে। এ ছাড়া কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন স্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল ও ভাস্কর্য এস্কেভেটর দিয়ে গুড়িয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা।

কুষ্টিয়ায় পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় সংঘর্ষ: সাংবাদিকসহ আহত অর্ধশতাধিক

কুষ্টিয়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে অসহযোগ আন্দোলনের প্রথমদিন পুলিশের সঙ্গে ছাত্র–জনতার দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। আজ রোববার বেলা সাড়ে দশটা থেকে শহরজুড়ে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে আন্দোলনকারী, পুলিশ, সাংবাদিকসহ অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছররা গুলিতে আহত হয়েছেন।

সংঘর্ষ চলাকালে মজমপুর এলাকায় ট্রাফিক পুলিশের কার্যালয়, এনএস

রোডে পাঁচরাস্তার মোড়ে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল, থানা মোড়ে মডেল থানার প্রধান ফটক, জেলা পরিষদ ভবনসহ বেশ কিছু স্থাপনায় হামলা–ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু মার্কেটে জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ দফায় দফায় কাদানে গ্যাসের শেল ও ছররা গুলি ছুড়েছে। তবে এ সময় জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগ, অঙ্গ–সহযোগী সংগঠনের নেতা–কর্মীদের কোথাও দেখা যায়নি। এসব ঘটনায় ছয় সংবাদকর্মী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এ ছাড়া পুলিশ আন্দোলনকারী, পথচারীসহ অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বেলা সাড়ে ১০টার পর থেকে শহরের মজমপুর বাস ডিপো মসজিদের সামনে জড়ো হতে শুরু করেন শিক্ষার্থীসহ সাধারণ জনতা। পরে বেলা ১১টার দিকে তাঁরা বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন। এ সময় কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়কের দুই পাশ থেকে শত শত মানুষ লাঠিসোঁটা নিয়ে মিছিলে যোগ দেন। পরে তাঁরা চৌড়হাস মোড়ে গিয়ে সেখানে মহাসড়ক অবরোধ করেন।

এ সময় কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ১০-১২ জন পুলিশ সদস্যের ওপর ইটপাটকেল ছোড়া হয়। এতে সেখানে ছয়-সাতজন পুলিশ সদস্য আহত হন। স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। চৌড়হাস মোড়ে মুক্তিমিত্র স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙচুর করা হয়।

চৌড়হাস মোড়ে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর ছাত্র-জনতা আবার মিছিল নিয়ে মজমপুর রেলগেটের দিকে রওনা হয়।
পরে রাইফেলস ক্লাবের পাশে ওয়ার্ড ছাত্রলীগ কার্যালয় ভেঙে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এরপর সাদ্দাম বাজার মোড়ে শেখ রাসেল মার্কেটের দোতলায় কুষ্টিয়া শহর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মানজিয়ার রহমান চঞ্চলের ব্যক্তিগত কার্যালয় ও নিচতলায় সদর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আবু তৈয়ব বাদশার ব্যক্তিগত কার্যালয়ে হামলা, ব্যাপক ভাঙচুর ও আগুন দেওয়া হয়। এরপর মিছিলকারীরা একে একে মজমপুর রেলগেটে জেলা ট্রাফিক পুলিশের কার্যালয়ে তাণ্ডব চালান; আগুন ধরিয়ে দেন।

পরে বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটে জেলা আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের অফিসে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া কুষ্টিয়া মডেল থানা ও জেলা পরিষদের নবনির্মিত ভবনে ইটপাটকেল

নিক্ষেপ করে ব্যাপক ক্ষতি করা হয়। হামলার সময় জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে বেশ কয়েক নেতা-কর্মী শান্তি সমাবেশ করছিলেন। এ ছাড়া বড়বাজার রেলগেটের কাছে পুলিশ বক্সে আগুন দেওয়া হয়।

আন্দোলনকারীরা শহরের বিভিন্ন স্থানে লাগানো সিসি ক্যামেরা ভেঙে ফেলেন। বেলা দুটোর পর আন্দোলনকারীরা পুনরায় মজমপুর বাস ডিপো মসজিদের সামনে জড়ো হন। এ সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়।
একপর্যায়ে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে। এ সময় বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ২৪ এর কুষ্টিয়ার নিজস্ব প্রতিবেদক শরীফ বিশ্বাস, ক্যামেরা পারসন এস আই সুমন, একাত্তর টেলিভিশনের প্রতিনিধি শাহিন আলী, স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক শিকল এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, দেশ টিভির ক্যামেরাপারসন ইরফান রানা ছররা গুলিতে আহত হন। এ ছাড়া দফায় দফায় সংঘর্ষে পুলিশ, সাংবাদিকসহ অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ বিকেল সাড়ে চারটার দিকেও চলছিল। এতে পুরো শহর রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। শহরের সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে।

এসব বিষয়ে কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন বলেন, পুলিশ যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে সর্তক অবস্থানে ছিল। কিন্তু পুলিশের ওপর হামলা হয়েছে। আন্দোলনকারীরা পুলিশের স্থাপনাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ও রাবার বুলেট ছোড়েন।

মসলা গ্রাম গড়ে উঠেছে কুষ্টিয়ার বড়িয়া গ্রামে

সরকারি প্রণোদনায় দেশে একমাত্র মসলা গ্রাম গড়ে উঠেছে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার বড়িয়া গ্রামে। বড়িয়া গ্রামটি এখন সবাই চেনে মসলা গ্রাম হিসেবে।

মডেল মসলা গ্রামে রাস্তার দুইধারে খাঁচা পদ্ধতিতে দারুচিনি, তেজপাতাসহ বিভিন্ন মসলার ৬ হাজার চারা লাগানো হয়েছে। বাড়ির উঠান, আঙিনা, পুকুরপাড়সহ বিভিন্ন পতিত জমিতে জিও ব্যাগে চাষ করা হচ্ছে আদা ও হলুদ। এছাড়াও আধুনিক পদ্ধতিতে ক্যাপসিকাম, গোলমরিচ, জিরা, চুইঝালসহ মোট ১৪ পদের মসলা চাষ করছে বড়িয়া গ্রামের কৃষকেরা।
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে মধ্যে একটি গ্রামকেই মডেল হিসেবে বেছে নিয়েছে।

সরকারি প্রণোদনায় মডেল মসলা গ্রামে মসলার আবাদ হচ্ছে। এতে যুক্ত হয়েছে ১০০ কৃষক। কৃষক মহিরুল বলেন, কৃষি অফিসের তদারকিতে রাস্তার দুই ধারে তেজপাতা ও দারুচিনি গাছ লাগানো হয়েছে। আমার বাড়িসহ এই গ্রামের অনেক বাড়ির আশপাশের পড়ে থাকা খালি জমিতে আদা, হলুদসহ বিভিন্ন মসলার চাষ হচ্ছে।

এই মডেল মসলা গ্রামের কৃষক মো. সাইদুল ইসলাম বলেন, বাড়ির পাশের পতিত জমি পরিষ্কার করে জিও ব্যাগে আদা ও হলুদ চাষ করেছি। আমাদের কোন খরচ নেই সব খরচ সরকার দিয়েছে। গ্রামের রাস্তার পাশে মসলার গাছ লাগানো হয়েছে, মসলার ফলন ভালো হলে আমাদের এলাকার চাহিদা মিটবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দৈনিক একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন প্রধান মসলা (মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, আদা ও হলুদ) অন্তত ৩৮ গ্রাম খাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দেশে উৎপাদিত ও আমদানি মিলে দৈনিক মাথাপিছু মাত্র ৮ গ্রাম মসলার চাহিদা পূরণ হয়। এ হিসেবে চাহিদা পূরণে বড় ধরনের ঘাটতি থেকে রয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ধরনের মসলা জাতীয় ফসলের উৎপাদন আগের থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। মসলার উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া দরকার। কুষ্টিয়া সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা গৌতম কুমার শীল জনবাণীকে বলেন, মডেল মসলা গ্রামের জন্য কুষ্টিয়ায় পাঁচটি স্থান নির্বাচন করার পরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এসে বড়িয়া গ্রামকে নির্ধারণ করে। আমরা সেখানে কৃষকদের বিভিন্ন প্রকার মসলার চারা দিয়েছি। মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে মসলার বীজ সংরক্ষনের লক্ষ্যে মসলা গ্রামে গ্রীন হাউজ স্থাপন করা হবে।

মসলার উন্নত জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের প্রকল্প

পরিচালক রাসেল আহমেদ বলেন, মডেল মসলা গ্রাম গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। তারই ধারাবাহিকতায় কুষ্টিয়ার বড়িয়া গ্রামকে বেছে নেওয়া হয়। এখানে মোট ১৪ ধরনের মসলার জাত চাষ করা হচ্ছে। মডেল গ্রামে বসত বাড়ির আঙিনাসহ রাস্তার দুই ধারে পড়ে থাকা ফাঁকা স্থানে মসলার চাষ হচ্ছে।

গ্রামটিতে বস্তা পদ্ধতিতে আদা ও হলুদ চাষসহ পরিপূর্ণ একটি মডেল গ্রাম তৈরি করতে পেরেছি। এর সুফল আগামীতে কৃষকেরা পাবেন। মডেল মসলা গ্রামে মসলা চাষের পাশাপাশি মসলার বীজ ও চারা বিক্রি করতে পারবে কৃষকেরা।

কুষ্টিয়া জেলা শ্রমিক লীগের প্রতিবাদ সমাবেশ

বিএনপি-জামায়াতের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র-নৈরাজ্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে কুষ্টিয়া জেলা শ্রমিক লীগ।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় জেলা শ্রমিক লীগের অস্থায়ী কার্যালয়ে বিক্ষোভ প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আমজাদ আলী খান।

জেলা শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্টিত সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা শ্রমিক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুসা আলী খান, শাহিনুল ইসলাম, রাশেদুল ইসলাম, সাদ্দাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহি বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক তরিকুল হাসান মিন্টু, শহর শ্রমিক লীগের সভাপতি দেওয়ান মাসুদুর রহমান স্বপন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক খোমিনী আহাম্মদ, জেলা যুব শ্রমিকলীগের আহ্বায়ক রবিউল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক সজল হোসেন, ফকির আলাউদ্দিন, মোঃ আরিফ হোসেন, সৈকত হোসেন, মোঃ মহাসিন রেজাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এসব সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করতে রাজধানীসহ সারাদেশে কোটা আন্দোলনের নামে

বিএনপি-জামায়াত নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছে। আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করতে বিএনপি-জামায়াত ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে।

বক্তারা বলেন, ২১ জুলাই আপিল বিভাগ যখন কোটা সংস্কার করে রায় দিলেন- দেশবাসী ভেবেছিলেন আন্দোলনের আর প্রয়োজন হবে না। কোটা সংস্কার নিয়ে ছাত্রদের যা প্রত্যাশা ছিল তার চেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এরপর নতুন মাত্রায় সহিংসতা শুরু হলো। কারণ বিএনপি-জামায়াত সরকার পতনের একদফা দাবি বাস্তবায়নে কৌশলে ছাত্রদের পেছনে অবস্থান নিলো।

বক্তারা আরও বলেন, দেশব্যাপী জামাত-বিএনপি’র সন্ত্রাসীরা যেভাবে বর্বরতা নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তা মানব ইতিহাসের কলঙ্ক অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। দেশীয় এবং বিদেশি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সারাদেশে বিএনপি নৈরাজ্য সৃষ্টি করে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে আগুনে জ্বালিয়ে ধ্বংস করেছে এই সমস্ত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে জেলা শ্রমিকলীগ ঐক্যবদ্ধভাবে দেশবাসীকে সাথে নিয়ে এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে সহিংসতা মামলায় পাশা চেয়ারম্যানের ছেলে গ্রেপ্তার

কোটা সংস্কার আন্দোলনে কুষ্টিয়ায় সহিংসতার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় গাংনীর এক ইউপি চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতার ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। গ্রেপ্তার কিশোরের নাম আশফাক উজ জামান সৌরভ (১৮)।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে বাড়ি থেকে সৌরভকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে কুষ্টিয়া মডেল থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। পুলিশ গতকাল শুক্রবার আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

তিনি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও মিনাপাড়া গ্রামের আনোয়ার হোসেন পাশার ছেলে। আনোয়ার হোসেন ওই ইউনিয়ন যুবলীগ সভাপতি।

পুলিশ বলছে, কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় সহিংসতার ঘটনায় জড়িত সৌরভ। ভিডিও ফুটেজ দেখে শনাক্তের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কুষ্টিয়া গোয়েন্দা পুলিশের ওসি শেখ সোহেল রানা জানান, চৌড়হাস ফুলতলা এলাকায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মামলার পর ভিডিও ফুটেজ পর্যালোচনা করে অভিযান চালানো হয়। মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা থেকে ওই ছেলেকে গ্রেপ্তার করে কুষ্টিয়া মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৭ জুলাই বিকেলে শহরের চৌড়হাস ফুলতলা এলাকায় হত্যার উদ্দেশ্যে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও মোটরসাইকেলে আগুন দিয়ে পোড়ানোর ঘটনায় ১৮ জুলাই রোহাজ আরেফিন ওরফে রাব্বি (২৪) নামের এক তরুণ বাদী হয়ে একটি মামলা করেন। মামলায় অজ্ঞাতনামা ১৫০ থেকে ২০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

ঘটনার দিন বিকেলে কোটা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তিন দফায় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে ছাত্রলীগের ফেলে যাওয়া সাতটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করেন কোটা আন্দোলনকারীরা। পরে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন। ওই মামলায় সিসি টিভি ফুটেজ দেখে জড়িতদের গ্রেপ্তার করছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী।

স্থানীয়রা গ্রেপ্তার কিশোরের বাবার পদপদবির বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, আনোয়ার হোসেন পাশা চেয়ারম্যানের চাচা মকবুল হোসেন ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি। তিনি মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনে ১৯৯৬ থেকে ২০০১ এবং ২০১৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত দুইবারের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য ছিলেন। আরেক চাচা গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন।

মুঠোফোনে ছেলের গ্রেপ্তারের বিষয়ে জানতে চাইলে আনোয়ার হোসেন পাশা বলেন, সৌরভ কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন স্কুল এন্ড কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। শহরের পেয়ারাতলার একটি ম্যাসে থেকে পড়াশোনো করতো। বৃহস্পতিবার দিকবাগত রাত ১টার দিকে ডিবি পুলিশ তাকে বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। পুলিশের অভিযোগ কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় সহিংসতার ঘটনায় নাকি আমার ছেলে জড়িত। ফুটেজ দেখে তারা সনাক্ত করেছে।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) মোহাম্মদ মাহফুজুল হক চৌধুরী বলেন,শুক্রবার দুপুরে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে সৌরভকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পানিতে ডুবে আশিক (১২) নামে মানসিক প্রতিবন্ধী (বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন) এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে বাড়ির পাশে জলাশয়ে ভাসমান অবস্থায় তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত আশিক উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের বৈরাগীরচর কারিতলা গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।

নিহতের পরিবার ও স্থানীয়রা জানায়, শিশু আশিক প্রতিদিনের ন্যায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হয়। বিভিন্ন স্থানে সন্ধান চালিয়ে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। গতকাল শুক্রবার সকাল ৬টার দিকে নিজ বাড়ির পাশে জলাশয়ে তার ভাসমান মরদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা উদ্ধার করে। নিহত শিশু মৃগী রোগেও আক্রান্ত ছিল বলে পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন। অসাবধানতাবসত পানিতে পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে এলাকাবাসী ও পরিবারের লোকজনের ধারণা।

মরিচা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাহিদুল ইসলাম জানান, মানসিক প্রতিবন্ধী ও মৃগী রোগে আক্রান্ত আশিক নামে এক শিশু পানিতে ডুবে মারা গেছে। সকালে ভাসমান অবস্থায় তার লাশ উদ্ধার করেছে এলাকাবাসী ও পরিবারের লোকজন।

সরকারি খালের মুখ বন্ধ, হুমকিতে কুমারখালীর হাজারো বিঘা জমির ফসল

কুষ্টিয়ার পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) কর্তৃপক্ষ গড়াই নদী শাসনের (ড্রেজিং) নামে প্রবাহমান সরকারি খালের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে পানিপ্রবাহ বন্ধ হয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। হুমকিতে পড়েছে কুমারখালী উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের গোবিন্দপুর, এনায়েতপুর ও এতমামপুর গ্রামের অন্তত দুই হাজার বিঘা কৃষি জমি। ঝুঁকিতে রয়েছে অর্ধশত পুকুর। স্থানীয়দের ভাষ্য, বার বার বলার পরও পাউবো অপরিকল্পিতভাবে নদী শাসন করেছে। বন্ধ করে দিয়েছে খালের মুখ। এতে কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ফসলসহ জমি প্লাবিত হয়েছে। দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কয়েক হাজার কৃষক। তারা দ্রুত বালু অপসারণের দাবি জানান।

এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গোবিন্দপুর গ্রামের কোলের মাঠ থেকে গড়াই নদী পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার ড্রেনেজ খাল রয়েছে। তা দিয়ে গোবিন্দপুর, এনায়েতপুর ও এতমামপুর গ্রামের প্রায় দুই হাজার বিঘা কৃষি জমিতে পানি যাওয়া-আসা করে। তবে প্রায় দুই মাস আগে গড়াই নদী শাসনের নামে ড্রেজিংকৃত বালু ফেলে ওই খালের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

আর কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ধান, পাটসহ বিভিন্ন ফসল প্লাবিত হয়েছে। হুমকিতে রয়েছে অন্তত ৫০টি পুকুর। গত বৃহস্পতিবার সকালে সরেজমিন যেয়ে দেখা যায়, খালের পানিতে স্রোত নেই। সদ্য রোপণ করা ধানের চারা ডুবে গেছে। পাটখেতে হাঁটু পানি। আর খালের মাথায় প্রায় ৩০০ মিটার চওড়া বালুর স্তূপ রয়েছে।

এ সময় গোবিন্দপুর গ্রামের কৃষক টুটুলের সাথে কথা হলে জানান, মাঠে পুকুরসহ তার প্রায় ১৮ বিঘা জমি রয়েছে। তার মধ্যে ৭ বিঘা জমিতে তিনদিন আগে আমন ধানের চারা রোপণ করেছেন। তবে গত কয়েকদিনের ভারি বৃষ্টিতে চারা পানিতে ডুবে গেছে।

তার ভাষ্য, দুই মাস আগে পাউবো বালু ফেলে খালের মুখ ভরাট করেছে। সেজন্য পানিপ্রবাহ বন্ধ হওয়ায় ধান ও পাটখেত প্লাবিত হয়েছে। অন্তত দুই হাজার বিঘা জমি হুমকিতে পড়েছে।

কৃষক লিয়াকত আলী জানান, দিন ১৫ পরেই পাট কাটা শুরু হবে। তবে পাটের জমিতে হাঁটু সমান পানি জমে আছে। পানির কারণে পাটের মাথা লাল হয়ে মরে যাচ্ছে। তিনি দ্রুত পানি অপসারণের দাবি জানান।

শফিকুল নামে আরেক কৃষক জানান, বালুর কারণে প্রায় দুই হাজার বিঘা তিন ফসলি জমি হুমকিতে পড়েছে। তিনি খালের মুখ থেকে বালুর স্তূপ সরানোর দাবি জানান।

প্রায় দুই মাস ধরে খালের মুখ বন্ধের বিষয়টি জানেন না বলে জানান কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ড্রেজার) মো. জিনারুল। তিনি জানান, নদী শাসনের সময় খালের মুখ ভরাট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইউপি চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলে বালু সরানোর জন্য চেয়ারম্যানের লোকদের নিজস্ব ভ্যেকু দিয়েছিলেন।

উপসহকারী প্রকৌশলীর এই বক্তব্য অস্বীকার করে যদুবয়রা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মিজানুর রহমান জানান, তাকে খালের মুখ বন্ধ ও জলাবদ্ধতার কথা জানিয়েছেন কৃষকরা। এতে চরম বিপাকে পড়েছে সবাই। তবে কুষ্টিয়া ৪ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুর রউফ পাউবোর সঙ্গে কথা বলে দ্রুত বালু অপসারণ করে পানিপ্রবাহ সচল করার আশ্বাস দেন।

পানি সংকটে পাট জাগ দিতে না পারায় কুষ্টিয়ায় কমছে পাটের আবাদ

চলতি বছর কুষ্টিয়ায় পাটের আবাদ কমেছে ৯০ হাজার বিঘা জমিতে। ন্যায্য দাম না পাওয়ার পাশাপাশি পাট জাগ দেওয়ার খাল-বিল ভরাট হয়ে যাওয়া এবং আশানুরূপ ফলনা না হওয়া, বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় আবাদ কমেছে বলে জানিয়েছেন কৃষকরা। তারা বলছেন, এবার অধিকাংশ কৃষক ধান চাষ করেছেন।

তবে পাট অধিদপ্তরের দাবি, আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় কমেছে পাটের আবাদ। আর কৃষি বিভাগ বলছে, পাট চাষে আগ্রহী করার জন্য কৃষকদের

প্রণোদনাসহ অন্যান্য সুবিধা ও বিকল্প পদ্ধতিতে পাট পঁচানোর পরামর্শও দেওয়া হচ্ছে চাষিদের।

জেলা পাট অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, কুষ্টিয়ায় চলতি বছরে পাট চাষ হয়েছে ৮৬ হাজার একর জমিতে। অথচ পাট চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১ লাখ ১৫ হাজার একর জমিতে। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় ২৯ হাজার (৯০ হাজার বিঘা) একর জমিতে পাটের আবাদ কমেছে। গত বছর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১ লাখ একর। আবাদ হয়েছিল ১ লাখ ১৫ একর জমিতে। উৎপাদন হয়েছিল প্রায় ৪ লাখ বেল পাট।

চাষিদের দাবি, পাটের ফলন ভালো হলেও চাষিরা নানা সমস্যায় ভোগেন। আগের বছরগুলোতে অনাবৃষ্টির কারণে পুকুর, খাল-বিল ও নালাগুলোতে পানি ছিল না। যে কারণে কৃষকরা পাট জাগ দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় সমস্যায় পড়েছিলেন। পানির ব্যবস্থা না থাকায় অনেকে পুকুর ভাড়া করে সেখানে পানি দিয়ে পাট জাগ দিয়েছেন। তাতে খরচ আরও বেড়ে যায়। অনেকেই জমিতেই বাঁধ তৈরি করে পানি জমিয়ে কাদামাটি দিয়ে পাট জাগ দিয়েছেন। এতে পাটের মান নষ্ট হওয়ায় ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন কৃষক। খাল-বিল সংস্কার করে পানি প্রবাহ ঠিক রাখলে পাট পচানো সম্ভব। এর ফলে পাটের আবাদ বৃদ্ধি পেতে পারে।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা গ্রামের কৃষক আবু হোসেন আলী বলেন, আমি নিয়মিত পাট চাষ করতাম। পাট চাষে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। পাট পচানো পানি আর শ্রমিকের অভাব থাকা সত্বেও পাঠ চাষ করতাম। এতো কিছুর পরেও ন্যায্যমূল্য পাইনি।

একই উপজেলার কাতলামারি গ্রামের কৃষক আব্দুল খালেক বলেন, ঠিকমতো পানি পাওয়া যায় না পাট পচানোর জন্য। প্রচণ্ড রোদ ও গরমের কারণে মাঠেই পাট নষ্ট হয়েছে। অনেকেরই জমিতে পাট বের হয়নি। তাই এবার পাটের আবাদ কম হয়েছে।
দৌলতপুর উপজেলার আড়িয়া গ্রামের কৃষক মনছের আলী বলেন, পাট চাষ করলে বিপদে পড়তে হয়। পাট বিক্রি করে এখন খরচও উঠে না। আর পাট জাগ দেওয়ার পানি নেই খাল-বিলে। এজন্য পাটের আবাদ কমছে। অনেক কৃষকই এখন পাটের বদলে অন্য ফসল চাষে ঝুঁকছেন।

মশান গ্রামের কৃষক আব্দুল মান্নান শাহ বলেন, গতবার আমি তিন বিঘা জমিতে পাটের আবাদ করেছিলাম। যে টাকা খরচ করেছিলাম সেটাও আসেনি। তাই এবার পাট চাষ করিনি।

মিরপুর উপজেলার কাকিলাদহ গ্রামের কৃষক সবুজ আলী বলেন, পাট

পচানোর জন্য কোনো উন্মুক্ত জলাশয় না থাকায় চাষিরা এই ফসল চাষ করতে অনীহা প্রকাশ করছেন। খাল-বিল সংস্কার ও দখল হয়ে যাওয়া জলাশয় উন্মুক্ত ঘোষণা করলে পাট চাষ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, আমরা পাট চাষে কৃষকদের প্রশিক্ষণসহ পরামর্শ দিচ্ছি। এ বছর কৃষকরা পাট চাষ কম করেছেন। আশা করছি, দাম ভালো পেলে আগামীতে পাট চাষ বৃদ্ধি পাবে।

কুষ্টিয়া জেলা কৃষি অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ সুফি মোঃ রফিকুজ্জামান বলেন, জেলায় চলতি বছরে পাট চাষ হয়েছে ৮৬ হাজার একর জমিতে। অথচ পাট চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১ লাখ ১৫ হাজার একর জমিতে। লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে প্রায় ২৯ হাজার (৯০ হাজার বিঘা) একর জমিতে পাটের আবাদ কমেছে। গত বছর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১ লাখ একর। আবাদ হয়েছিল ১ লাখ ১৫ একর জমিতে। উৎপাদন হয়েছিল প্রায় ৪ লাখ বেল পাট।

তিনি আরও বলেন, সরকার পাট চাষ ও বীজ উৎপাদনে কৃষকদের প্রণোদনা দিচ্ছে। পাটের আবাদ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। দখল হয়ে যাওয়া খাল-বিল ও প্রাকৃতিক জলাশয় উদ্ধারে কাজ চলছে।

কুষ্টিয়া জেলা মুখ্য পাট পরিদর্শক সোহরাব উদ্দিন বলেন, পাটের আবাদ বৃদ্ধি করতে কৃষকদের সার ও বীজ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এ বছর আবহাওয়া অনুকূলে না থাকার কারণে পাটের আবাদ কমেছে। আশা করছি, আগামীতে পাটের আবাদ বৃদ্ধি পাবে।

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজা বলেন, পাটের আবাদ কমে যাওয়ার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাট চাষিদের পাট পচানোর সমস্যা সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাট চাষ বৃদ্ধিতে কৃষক পর্যায়ে প্রণোদনা বৃদ্ধি করা হবে।

কুষ্টিয়ায় কোটা সংস্কারের দাবিতে সড়ক ও রেলপথ অবরোধ

কুষ্টিয়ায় কোটা সংস্কারের দাবিতে সড়ক ও রেলপথ অবরোধ, ট্রেনে হামলা, ছাত্রলীগের সাথে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ ও মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগ ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। ট্রেনে হামলার ঘটনায় কয়েক জন যাত্রী আহত হয়েছে।

আজ বুধবার বিকালে কোটা সংস্কারের দাবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা শহরের মজমপুর গেট চত্বরে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করে। সময়ের সাথে সাথে বাড়তে থাকে আন্দোলনকারীদের সংখ্যা।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে মজমপুর গেটে জড়ো হতে থাকে।

বিক্ষুদ্ধরা কোটা সংস্কারের দাবিতে ও ঢাকাসহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ ও ছাত্রলীগের হামলা এবং মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে।

এ সময় শিক্ষার্থীরা সড়কে অবস্থান নিয়ে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। প্রায় দেড় ঘন্টা উত্তরাঞ্চলের সাথে দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ বন্ধ থাকে।

এরপর তারা কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়ক ধরে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শহরের চৌড়হাসের দিকে যায়। সেখানে ফুলতলা ও চৌড়হাস মোড়ের দিকে পৌঁছালে ছাত্র লীগের একটি মিছিলের সাথে দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এসময় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটলে মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায় তারা। সাতটি মোটরসাইকেল ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে আন্দোলনকারীরা। পরে সন্ধ্যা সাতটার দিকে রাজবাড়ী থেকে পোড়াদহ গামী শাটল ট্রেন মজমপুর পৌঁছানো মাত্র ট্রেন থামানোর জন্য মুহুর্মুহু পাথর নিক্ষেপ করে হামলা চালায় আন্দোলনকারীরা।

পৌনে এক ঘন্টা ট্রেনটি আটকে রাখার পর পুলিশের লাঠিচার্জে ছত্রভঙ্গ প্রায় পৌঁনে এক ঘন্টা পর ট্রেন চলাচল করে। এদিকে পাথরের আঘাতে ট্রেনের এক যাত্রী আহত হয়।

মুজিবনগরের মেয়ের কুষ্টিয়ার মেস বাড়িতে আত্মহত্যা

কুষ্টিয়া শহরে মেস বাড়িতে কুষ্টিয়া সরকারী কলেজের ছাত্রী মুজিবনগরের জেরিন খাতুন (১৯)নামে এক কিশোরী আত্মহত্যা করেছে।

জেরিন খাতুন মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের জাহিদুল ইসলাম কারিগর এর মেয়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জেরিন খাতুন কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের H.S.C প্রথম বর্ষের ছাত্রী ছিল শহরের একটি মেস বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করত।

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে জেরিন খাতুন গত শনিবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় শহরের একটি মেস বাড়িতে সিলিং ফ্যানের সাথে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে। খবর পেয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানার পুলিশ লাশ হেফাজতে নেই এবং লাশের পোস্টমর্টেম শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে। তবে কি কারণে সে আত্মহত্যা করেছে এ বিষয়ে কোন কিছু জানা যায়নি।

আত্মহত্যার বিষয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুল হক চৌধুরী পিপিএম বলেন, পোস্টমর্টেম শেষে লাশ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং তদন্তের সুবিধার্থে একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জেরিন এর লাশ তার নিজগ্রাম আনন্দবাস কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।